সংবাদ

তারিখ ... 24 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

৩১শে ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

ঢা.বির শিক্ষক রাজনীতি সরব

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ৩১শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন -২০০৩ ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক রাজনীতি সরব হয়ে উঠেছে। আওয়ামী লীগপন্থী নীল দল ও সরকার সমর্থিত সাদা দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। দলনিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপি দল নির্বাচনে অংশ নেয়ার কথা বললেও শেষ মুহূর্তে তারা কোন প্যানেল দেয়নি।

ইতোমধ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দু'দলের প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণাও শুরু করেছে। শিক্ষক লাউঞ্জ, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ক্লাব, ডিন অফিস ও বিভাগে বিভাগে গিয়ে প্রার্থীরা দলীয় গুণাগুণ তুলে ধরে ভোট চাইছেন। এমনকি টেলিফোন ও মোবাইল ফোনেও প্রচারণা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশ বন্ধ থাকায় প্রচারণা চালাতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে বলে প্রার্থীরা জানান। ক্লাস বন্ধ থাকায় শিক্ষকদের বিভাগে গিয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া ক্লাস বন্ধ থাকায় কেউ কেউ ঢাকার বাইরেও রয়েছেন। তবে ২৯শে ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় খুললে শেষ দু'দিন প্রচারণা জমে উঠবে বলে প্রার্থীরা আশা করছেন।

শিক্ষক ক্লাব, ডিন অফিস, শিক্ষক

শিক্ষক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

শিক্ষক ঃ রাজনীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লাউঞ্জ, বিভাগসহ ক্যাম্পাসের সবখানেই এখন শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে সরব আলোচনা চলছে। নীল ও সাদা দু'দলেই ভাল প্রার্থী দেয়ায় এবারের নির্বাচনে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে ভোটাররা মনে করছেন। সভাপতি পদে নীল দলে কলা অনুষদের ডিন কাজী শহীদুল্লাহ ও সাদা দলে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন মো. আসাদুজ্জামান দু'জনই জনপ্রিয় শিক্ষক। সাধারণ সম্পাদক পদে নীল দলের ড. আনোয়ার হোসেন ও সাদা দলে ড. ইয়ারুল কবির দু'জনই প্রাণরসায়ন বিভাগের শিক্ষক এবং শিক্ষকদের মধ্যে তাদের ব্যাপক পরিচিতি রয়েছে। এর মধ্যে জুলাই মাসে শামসুননাহার হলের ঘটনায় আন্দোলন চলাকালে পুলিশের হামলায় ড. আনোয়ার হোসেনের পা ভেঙে যায়।

শিক্ষক সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক নীল দলের অধ্যাপক শরিফুল্লাহ ভুঁইয়া বলেন, আমরা ভাল প্রার্থী দিয়েছি। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাব বলে আশা করছি। সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী সাদা দলের ড. ইয়ারুল কবির বলেন, গতবার আমরা খুব ভাল কাজ করেছি। সে জন্য নির্বাচনে সম্পূর্ণ প্যানেলে জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। গোলাপি দলের আহ্বায়ক অধ্যাপক আবু জাফর বলেন, নির্বাচনে আমরা অংশ না নিলেও গণমুখী ধারাকে সমর্থন করবো।

নীল দলের প্রার্থীরা হলেন সভাপতি ড. কাজী শহীদুল্লাহ (ইতিহাস), সহ-সভাপতি পদে ড. হোসেন মনসুর (ভূতত্ত্ব), কোষাধ্যক্ষ পদে খোন্দকার আশরাফ হোসেন (ইংরেজি), সাধারণ সম্পাদক পদে ড. আনোয়ার হোসেন (প্রাণরসায়ন), যুগ্ম-সম্পাদক ড. আখতারুজ্জামান (ইসলামের ইতিহাস)। সদস্যরা হলেন ড. আ. আ. ম. স আরেফিন সিদ্দিক (সাংবাদিকতা), ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী (ম্যানেজমেন্ট), ড. আমিনুর রশীদ (পদার্থ বিজ্ঞান), ড. নওশের আলী খান (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), ড. খন্দকার বজলুল হক (ম্যানেজমেন্ট), ড. খায়রুল হোসেন (ফিন্যান্স), ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (পদার্থ বিজ্ঞান), ড. নাজমা শাহিন (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান)।

সাদা দলের প্রার্থীরা হলেন সভাপতি পদে ড. মো. আসাদুজ্জামান (লোক প্রশাসন), সহ-সভাপতি পদে ড. আবুল খায়ের (রসায়ন), কোষাধ্যক্ষ পদে ড. সিরাজুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট), সাধারণ সম্পাদক পদে ড. ইয়ারুল কবির (প্রাণরসায়ন), যুগ্ম-সম্পাদক পদে লুৎফর রহমান (পরিসংখ্যান)। সদস্যরা হলেন ড. আনোয়ার হোসেন (আইবিএ), আবু আহমেদ (অর্থনীতি), ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ (বাংলা), ড. সিরাজুল ইসলাম খান (অনুজীব বিজ্ঞান), ড. তাজমেরি ইসলাম (রসায়ন), ড. তাসলিমা মনসুর (আইন), ড. আতাউর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ড. আমিনুর রহমান (মৃত্তিকা), ড. নূরুল আমিন বেপারি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ড. সালেহীন কাদরী (প্রাণরসায়ন)।